লালমোহনে প্রায় অর্ধশত সেতু ঝুঁকিপূর্ণ

সংস্কারের উদ্যোগ নেই সড়ক যোগাযোগ বন্ধের উপক্রম

সড়ক ও জনপথের আওতায় থাকায় কিছু করা

সম্ভব নয়...

লালমোহন (ভোলা) থেকে জহিরুল হক সেলিম

ভোলার লালমোহনে প্রায় অর্ধশত ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর কারণে দুর্ভোগের শিকার উপজেলার ৪ লক্ষধিক মানুষ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেতুগুলো সংস্কার ও নির্মাণের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে এ নিয়ে ওইসব এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। সেতুগুলো সংস্কার বা নতুনভাবে স্থাপন করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা গেছে, লালমোহন উপজেলার লাঙ্গলখালী সেতু, হরিগঞ্জ সেতু, ধলিগৌরনগর কলেজ সংলগ্ন সেতু, আলমগীর চেয়ারম্যান বাড়ির সংলগ্ন সেতু, বালুর বাজার সংলগ্ন সেতু, চরলক্ষি জাকির চেয়ারম্যান বাড়ির সংলগ্ন সেতু, ফরাজগঞ্জ কাঁটাখালি সেতু, সাদাপোল বাজার সংলগ্ন সেতু, গজারিয়া চকিদার বাড়ি সংলগ্ন সেতু, নবগ্রাম সেতু, সিকদার হাট সড়কের বেপারি বাড়ি সংলগ্ন সেতু, গজারিয়া বটতলা সংলগ্ন কলেজ রোড সেতু, বদরপুর নবীনগর বাজার সংলগ্ন সেতু, খালেক হাজি বাড়ি সংলগ্ন সেতু, দেবীর চর বাজার সংলগ্ন সেতু, লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন পাশাপাশি দুইটি সেতু, কাশ্মীর ও ফাতেমাবাদ মধ্যবর্তী সেতু, জিএম বাজার সংলগ্ন সেতু, কাদির চেয়ারম্যান বাড়ির সংলগ্ন সেতু, অন্নদা প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সেতু ও কোড়ালমারা সেতুসহ প্রায় অর্ধশত সেতু দীর্ঘ দেড় থেকে দুই যুগ ধরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে রয়েছে। যে কোন সময় লালমোহন ডাওরীবাজার বেইলি সেতুর মত বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। ভোলা টু চরফ্যাশন মহাসড়কের লালমোহন উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন লাঙ্গলখালী সেতুটি ভেঙ্গে পড়ার দেড় যুগ পরেও নির্মাণ করা হয়নি। অস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে প্রতিদিন শত শত যাত্রীবাহী বাস, ট্রাকসহ ভারী যানবাহন। অপর দিকে লালমোহন মঙ্গল সিকদার সড়কের হরিগঞ্জ বাজারের ভেইলি সেতুটিও দীর্ঘ দুই যুগ ধরে ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় পড়ে আছে। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসংখ্য যাত্রীবাহী যানবাহন ও মালবাহী ট্রাক চলাচল করছে। এছাড়া লালমোহন তজুমদ্দিন সীমান্তবর্তী কোড়ালমারা গ্রামের কলিমুদ্দিন হাওলাদার বাড়ি সংলগ্ন ভেইলি সেতুটি ভেঙ্গে যাওয়ার দীর্ঘ ২০ বছরেও নির্মাণ বা সংস্কার না করায় প্রতিদিন দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে দুই উপজেলার অসংখ্য মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল। এই ভেইলি সেতুটি ১৯৭২ সালের দিকে নির্মাণ করলেও সেই থেকে অস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতুটি দিয়ে যাতায়াত করছে মানুষ। সেতুটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফাটল ধরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের কাঁটাখালী সেতু, সাদাপোল বাজার সংলগ্ন সেতু, কালমা ইউনিয়নের বালুর বাজার সংলগ্ন সেতু, চরলক্ষী জাকির চেয়ারম্যান বাড়ির সংলগ্ন সেতু ও পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের পাঙ্গাশিয়া গ্রামের চৌকিদার বাড়ীর সংলগ্ন সেতু, নবগ্রাম সেতু, গজারিয়া বটতলা সংলগ্ন সেতু, সিকদার হাট সড়কের বেপারী বাড়ির সংলগ্ন সেতু, বদরপুর ইউনিয়নের দেবীর চর বাজার সংলগ্ন সেতু, নবীনগরবাজার সংলগ্ন সেতু, খালেক হাজির বাড়ির সংলগ্ন সেতু, লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন পাশাপাশি দুইটি সেতু, কাশ্মীর ও ফাতেমাবাদ মধ্যবর্তী সেতু, জিএম বাজার সংলগ্ন সেতু, কাদির চেয়ারম্যান বাড়ির সংলগ্ন সেতু, অন্নদা প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সেতু, এই সেতুগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় পথচারিদের জন্য মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ দেড়-দুই যুগ ধরে সেতুগুলোর এ অবস্থা থাকলেও সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই দিকে নজর দিচ্ছে না। এ ব্যাপারে লালমোহন এলজিইডির ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী তৈয়বুল হামিদ চৌধুরী জানান, ভেইলি সেতুগুলো সড়ক ও জনপথের আওতায় থাকায় তাদের কিছু করা সম্ভব নয়। বাকি সেতুগুলোর সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা সেতুগুলো সংস্কারের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছি । উপজেলার এই সব দুর্দশাগ্রস্ত প্রায় অর্ধশত সেতুর কারণে দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে যানবাহন চলাচল। এই সকল ঝুঁকিপূর্ণ সেতুগুলো তাড়াতাড়ি সংস্কার

বা নির্মাণের জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করছেন উপজেলাবাসী।

উঠছে নতুন ধান বসছে জুয়ার আসর

পীরগঞ্জ (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

পীরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নতুন ধান কাটা মাড়াইয়ের সাথে সাথে জমজমাট জুয়ার আসর শুরু হয়েছে। অনেক চেষ্টা ও অভিযোগ করেও এসব আসর বন্ধ করা যাচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, শুধু চতরা ইউনিয়নেই পৃথক তিনটি স্থানে জুয়ার আসর চলছে। জানা যায়, দিলদার হোসেনের নেতৃত্বে মাটিয়ালপাড়ায়, বদনাপাড়া গ্রামের মজনু মিয়ার নেতৃত্বে টোংরারদহে এবং সোনাতলা গ্রামের আব্দুল কাইয়ুম-এর নেতৃত্বে চন্ডিদুয়ারে জুয়ার আসর চালানো হচ্ছে। চতরা ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রাজু ঘোর বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে চুপসে গেছেন। জুয়ার আসরগুলোতে চেয়ারম্যানের নেপথ্য মদদ রয়েছে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। উপজেলার নিভৃত পল্লী পাঁচগাছি ইউনিয়নের এনায়েতপুরেও জুয়ার আসর বসানো হয়েছে। জুয়ার খপ্পরে পড়ে এলাকার নিরীহ মানুষ ঘটিবাটি এমনকি শেষ সম্বল বিক্রি করে সর্বশান্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে এলাকাবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে এবং জনসেবার প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বররা নগদ অর্থের বিনিময়ে জুয়ার আসরগুলোতে সহযোগিতা করছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে, পীরগঞ্জ থানা পুলিশের সাথে জুয়াড়ুদের বিশেষ চুক্তি থাকায় পুলিশ নীরবতা পালন করছে। থানায় কর্মরত মিজান নামের এক পুলিশ কর্মকর্তা রোজ জুয়ার আসর হতে চুক্তির অর্থ আদায় করে। এলাকাবাসী এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন পুলিশ প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

কসবায় গ্যাস সংযোগের দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা পৌর শহরসহ আশপাশের এলাকায় গ্যাস সংযোগের দাবিতে গত শনিবার সালদা গ্যাসক্ষেত্রের ট্রাকভর্তি মালামাল আটক করেছে সর্বদলীয় গ্যাস সংযোগ বাস্তবায়ন পরিষদ। ট্রাকভর্তি মালামাল আসলেই আটক করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে বাস্তবায়ন পরিষদ। জানা যায়, ট্রাকচালক শাহআলম মিয়া জরুরি গ্যাস উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নিয়ে টারভো নং ১০ ট্রাক গাড়িটি নিয়ে সালদা গ্যাসক্ষেত্রে যাওয়ার পথে কসবা সর্বদলীয় গ্যাস সংযোগ বাস্তবায়ন পরিষদের লোকজন মইনপুর এলাকায় ট্রাকটিকে আটক করে। বর্তমানে ট্রাকটি উপজেলা পরিষদের সামনে রাখা হয়েছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সালদা গ্যাসক্ষেত্র ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে গ্যাস সংযোগ বাস্তবায়ন পরিষদ। ঘেরাও চলাকালীন সময়ে সর্বদলীয় গ্যাস বাস্তবায়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সালদা গ্যাস ফিল্ডের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) জিল্লুর রহমান-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) চেয়ারম্যান বরাবর একটি স্মারকলিপি দেয়। পরে একই দাবিতে কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়।

বাঘের আক্রমণে জেলে নিহত

কয়রা (খুলনা) উপজেলা সংবাদদাতা

সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে হান্নান মোল্লা (৪৫) নামের এক জেলে নিহত হয়েছে। সে উপজেলার পাতাখালি গ্রামের বাসিন্দা। বন বিভাগ সূত্রে জানা যায় নিহত হান্নান মোল্লা গত শনিবার মাছ ধরতে গেলে সুন্দরবনের কালিখাল এলাকা থেকে বাঘে আক্রমণ করে গভীর সুন্দরবনে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকাবাসী ও বন বিভাগ এর লোকজন তার মৃত দেহ উদ্ধার করে।

অভাব-অনটন তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) উপজেলা সংবাদদাতা

কালের বিবর্তনে তাদের এখন চরম দুর্দিন চলছে। অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। বেঁচে থাকার তাগিদে নারী-পুরুষ সমানভাবে দিনরাত পরিশ্রম করছে। দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা পল্লীতে বসবাসরত নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী। এ পল্লীর সবাই ভূমিহীন। সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মাঠে খাদ্যের সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটে চলে। মাঠে-ঘাটে পরিত্যক্ত জমিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বুনো কচু, ওল ও নানা রকমের শাক-সবজি তুলে বাড়িতে এনে রান্না করে পরিবারের সকলকে নিয়ে খায়। আবার এলাকায় ক্ষেত থেকে ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট অংশ কুড়াতে দলবেঁধে ব্যস্ত থাকে মাঠে। এ পল্লীতে বসবাসরত হতদরিদ্র নারী পুষ্প রানীসহ অনেকে বলেন, এক সময় এলাকার মাঠে-ঘাটে বিস্তর অনাবাদি জমি পড়ে থাকতো। ঐ সমস্ত জমিতে প্রাকৃতিকভাবে নানা প্রজাতির শাক-সবজি, হলুদ, বুনো ওলকচু পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যেত। খাল-বিলেও ইচ্ছেমত নানা প্রজাতির মাছ ধরতে পারতো। ফসল কাটার সময় ক্ষেত-খামারে গিয়ে কৃষকের পাশে দাঁড়ালে তারা উঠতি ফসল ধান, গম, আলুসহ নানা রকমের ফসল তাদেরকে দান করতো। বর্তমানে সরকারী খাল-বিল ও জলাশয়গুলো এক শ্রেণীর মানুষের দখলে চলে যাওয়ার কারণে বিলের ধারে দাঁড়ালে হটিয়ে দেয় ধাক্কা দিয়ে। এখন শুধু সড়কের পাশে অযত্ন অবহেলায় গজিয়ে ওঠা এটাসেটা কুড়িয়ে যা পাওয়া যায় তা খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছে।

ডাকাতের কবলে বরযাত্রীবাহী গাড়ি

৩৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ ২০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

চান্দিনা (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

চান্দিনায় গত শনিবার রাতে সশস্ত্র ডাকাতের কবলে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছেন একদল বরযাত্রী। চান্দিনা-কাদুটি সড়কের ডুমুরিয়া সংলগ্ন বেলাশহর এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে বরযাত্রীদের জিম্মি করে নগদ ১ লাখ টাকা, ৩৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও ২৮টি মোবাইল সেটসহ প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নেয়। জানা যায়, উপজেলা সদর সংলগ্ন বরকামতা গ্রামের শংকর চন্দ্র দাস-এর বড় ছেলে ডাক্তার পলাশ চন্দ্র দাসের বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী বরুড়া উপজেলার ইলাশপুর গ্রামে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলাকালীন খাবার শেষ করে ৪টি মাইক্রোবাস ও ১টি মোটরসাইকেলযোগে বরযাত্রীদের একাংশ চান্দিনায় ফেরার পথে পৌরসভার বেলাশহর গ্রামে প্রবেশ করার সময় ডাকাত দল সড়কে গাছ ফেলে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সবকিছু লুটে নেয়।

কালিগঞ্জে ফেনসিডিল উদ্ধার

সাতক্ষীরা থেকে স্টাফ রিপোর্টার

কালিগঞ্জ থানা পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় ৯শ’ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। গত শনিবার কালিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়ের পাশ থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। কালিগঞ্জ থানা ওসি জানান, কালিগঞ্জ থানা পুলিশ পল্লী বিদ্যুতের কালিগঞ্জ জোনাল অফিস সংলগ্ন সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ মহাসড়কের পাশ থেকে ফেনসিডিল ভর্তি ৩টি বস্তা উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে কালিগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ছাত্রী অপহরণের চেষ্টা

কাপাসিয়া (গাজীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

কাপাসিয়ার কড়িহাতা ইউনিয়নের ইকুরিয়ায় গত শনিবার এক ছাত্রীকে মাইক্রোবাসে এস জোরপূর্বক অপহরণের চেষ্টাকালে চালকসহ এলাকাবাসী মাইক্রোবাসটি আটক করেছে। আটককৃত চালক কাজিম উদ্দিন (৩৫)কে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রসুতিকে প্রহারের অভিযোগ

ফেনী জেলা ও ছাগলানইয়া উপজেলা সংবাদদাতা

ফেনী আধুনিক সদর হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) ডাঃ মলয় কান্তি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রসব বেদনায় কাতর এক রোগীনিকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে প্রহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সম্প্রতি সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলার প্রসব বেদনা শুরু হলে অভিভাবকরা তাকে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে ১নং ওয়ার্ডে ওই রোগীকে ভর্তি করা হয়। প্রসব বেদনা আরো তীব্র হলে প্রসূতি ও গাইনী চিকিৎসক ডাঃ মলয় কান্তিকে অবহিত করা হলে তিনি পরদিন সকাল ১০টার দিকে এসে রোগীকে সিজার করতে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। থিয়েটারে নেয়ার পর মলয়কান্তি রোগীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং চড় থাপ্পড় মারে। এ ঘটনায় সাধারণ রোগীসহ উপস্থিত জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। রোগীর অভিভাবক এয়াকুব ডাঃ মলয় কান্তির বিরুদ্ধে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেন। এ দিকে ডাঃ মলয় কান্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে হাসপাতলের ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ রোগীরা। তার ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। জানা গেছে, ডাঃ মলয় কান্তি চক্রবর্তী দীর্ঘ ৭/৮ বছর আগে অত্র হাসপাতালে যোগদান করার পর সবসময় সরকারি দলের প্রভাব খাটিয়ে তাকে বদলি করার ক্ষমতা কারো নেই বলে জানায়। সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা ও সমন্বয় কমিটির সভায় ফেনী আধুনিক সদর হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, অপরিষ্কার, হয়রানি ও ডাক্তারদের অসদাচরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং সভায় সিভিল সার্জনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

নছিমন-করিমন সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ৮

পাবনা জেলা সংবাদদাতা

পাবনা-ভাঙ্গুড়া অভ্যন্তরীণ সড়কে গত শনিবার ইঞ্জিনচালিত যাত্রীবাহী নছিমন-করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়েছে। নিহত মধু প্রামাণিকের (৫৫) বাড়ি ভাঙ্গুড়া উপজেলা সদরের মাস্টারপাড়া এলাকায়। জানা যায়, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত একটি যাত্রীবাহী নছিমন চাটমোহর থেকে ভাঙ্গুড়ার দিকে যাবার সময় পথিমধ্যে দিয়ারপাড়া নামক স্থানে পৌছলে নছিমনটি বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি করিমনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। নছিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই মধু প্রামাণিক নিহত এবং নছিমন ও করিমনের অপর ৮ যাত্রী গুরুতর আহত হয়। এলাকাবাসী আহতদের ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে ভর্তি করে।

কাঁথা-লেপ-তোশকের কদর ঘরে বাইরে

বগুড়া থেকে মহসিন রাজু

শীতের শুরুতেই শেরপুরে লেপ-তোশকের কারিগররা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। বিভিন্ন হাট-বাজারে ও মেলায় বিক্রির জন্য কারিগররা লেপ-তোশক তৈরি করে আগে থেকেই মজুত করছে। উত্তরাঞ্চলে কার্তিক মাসের শুরুতেই শীতের আমেজ অনুভূত হয়। ইতিমধ্যে এ জেলায় শীত পড়তে শুরু করেছে। দুপুরের পর থেকে সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। এ সময় গরম কাপড় ব্যবহার না করে রাতে ঘুমনো যায় না। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে শীতের তিব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। সন্ধার পর থেকে কুয়াশায় ঢেকে পরে জনপদ। অবস্থাসম্পন্ন লোকজন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য লেপ-তোশক সংগ্রহ করছে। যারা এখনও করে নাই তারা তৈরির জন্য ধর্ণা দিচ্ছে লেপ তৈরির দোকানে। অপরদিকে গ্রাম্য কিছু মহিলা কাঁথা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারা প্রতিটি কাঁথা তৈরি করতে ২৫০ থেকে ২৮০ টাকা মজুরি নিচ্ছে। লেপ তৈরির কাজে নিয়োজিত কারিগররা জানান, প্রতিটি লেপের মজুরি দুই থেকে তিনশ' টাকা। লোকজন বাড়িতে ব্যবহারের জন্য লেপ-তোশক তৈরি করতে আসছেন। তাই ক্রেতাদের ভিড় আগের চাইতে বেশি। এদিকে শীতের আগমনে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী গার্মেন্টেসের ছাট দিয়ে লেপ তৈরি করে বাই-সাইকেলে করে গ্রামে

গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করছেন। ফেরিওয়ালারা জানান, শীতের সময় লেপের চাহিদা থাকায় তারা গ্রামে গ্রামে ফেরি করে চলেছেন। একটি লেপ বিক্রি করে ৫০ থেকে ১০০ টাকা লাভ বগুড়ায় প্রায় ৫০-৬০টি লেপ তৈরির দোকান রয়েছে। গরমের সময় ব্যস্ততা না থাকলেও শীতের সময় তাদের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে বলে অনেকে জানায়।

মাঠে দুলছে সোনা ধান কৃষকের অস্বস্তি লাঠিয়াল বাহিনী

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) উপজেলা সংবাদদাতা

সমুদ্র উপকূলীয় কৃষকদের আমন ক্ষেতে সোনালী ধান বাতাসে দুলছে। ছড়িয়ে পড়ছে মৌ-মৌ গন্ধ। আর কিছু দিনের মধ্যেই উপকূল জুড়ে শুরু হবে নতুন ধান কাটা উৎসব। কখন কেটে নেয় লাঠিয়ালরা তাদের স্বপ্নের সোনালী ধান। এ আসংখ্যায় শংকিত হয়ে পড়েছে উপকূলের কৃষকরা। ইতোমধ্যেই কৃষকরা রাত জেগে সোনালী ধান ক্ষেতে পাহাড়া দিতে শুরু করেছে। সরজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সাগর পাড়ের কলাপাড়া উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষকের ক্ষেতের আমন ধান ঘরে তোলার স্বপ্নে বিভোর। কয়েক দিন আগে যেসব কৃষকের চোখেমুখে হতাশার ছাপ ছিলো এখন সেই কৃষকদের মুখে আনন্দের হাসি বইতে শুরু করেছে। তবে লাঠিয়াল বাহিনীর আতংকও ওইসব কৃষকদের তারা করে বেড়াচ্ছে। এবছর টানা দু'দফা প্রবল বর্ষণে সহস্রাধিক কৃষকের প্রায় ১০ হাজার একর আমন বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ওই সময় কৃষকরা আমন চারার সংকটে পরেন। কোন উপায় না পেয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে চারা চরা দামে ক্রয় করে ক্ষেতে রোপণ করতে হয়েছে। একাধিক কৃষকের সাথে আলাপ করলে তারা অভিযোগ করে জানান, এবার ১১'শ টাকা থেকে ১২'শ টাকা দিয়েও এক বস্তা ইউরিয়া সার কিনতে পরেনি। কলাপাড়া পৌর শহরসহ বিভন্ন বাজারে কোন সার পাওয়া যায়নি। এ কারণে ধানের উৎপাদনে প্রায় ১৫ দিন বেশি সময় লেগেছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করেন। ৩০ জন চাষী মিলে সমন্বিতভাবে ৩০ একর জমিতে হাইব্রিডের আবাদ করেছেন। তাদের প্রত্যাশা একর প্রতি এক শ' মণ ধান ঘরে তুলতে পারবেন। ক্ষেতে সোনালী ধান ঘরে ওঠাবার স্বপ্নে এখন কৃষকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ভালো ফলন পাবে বলে কৃষকরা জানান। চিংগরিয়া গ্রামের দর্পন এগ্রো ফার্মস লিমিটেটের পরিচালক গৌতম চন্দ্র হাওলাদার জানান, এই প্রথম বারের মতো আমার ৩০ শতাংশ জমিতে বিলুপ্ত প্রায় দেশী প্রজাতির ধান চাষ করেছি। মোটা ধানসহ বিভিন্ন প্রজাতির ধানের বাম্পার ফলন পাবো। তবে তিনি জানান, উৎপাদন খরচের চেয়ে বাজারে ধানের দাম কম থাকায় আমরা শংকিত হয়ে পড়েছি। এছাড়া এ এলাকায় ক্রুটিপূর্ণ ওজন ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। তিনি দাবী করেন ধান বেচা-কেনার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে দেকভাল করে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নিলেই ওইসব কৃষকরা প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কলাপাড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিরুত্তম কুমার সরকার জানান, এবছর এ উপজেলায় প্রায় ৩৯ হাজার হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে। তিনি জানান, আমন ক্ষেতের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কৃষকরা এবার বাম্পার ফলন পাবে।

চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে ফেরি বিকল

চাঁদপুর জেলা সংবাদদাতা

যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ায় চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটের একটি ফেরি বিকল হয়ে গেছে। গত শনিবার রাতে 'করবী' নামের ফেরিটি শরীয়তপুর থেকে চাঁদপুর পৌঁছে বিকল হয়ে যায়। বর্তমান 'কেতকি' নামের অপর ফেরিটি চালু রয়েছে বলে বিআইডব্লিউটিসি কর্মকর্তারা জানান। বিআইডব্লিউটিসি'র চাঁদপুর হরিণা ফেরিঘাটের ব্যবস্থাপক মো. আবু আলম হাওলাদার জানান, যানবাহন নামানোর সময় 'করবী'র র‌্যামের প্লেট ভেঙে গেছে। প্লেটটি মেরামতের চেষ্টা চলছে। তিনি জানান, চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে দুটি ফেরি 'কেতকি' ও 'করবী' চলাচল করে। 'কেতকি' এখন শরীয়তপুর ফেরিঘাটে রয়েছে। ফেরিটি অচল থাকায় চাঁদপুর ঘাটে বেশকিছু যানবাহন আটকা পড়েছে।

উৎপাদন-সংরক্ষণ-পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি

পুরনো আলুর ক্রেতা নেই এসেছে বীজ বপনের মৌসুম

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) থেকে মোহাম্মদ রেজাউল করিম

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আলু চাষীরা চরম বিপাকে পড়েছে। উপজেলাতে গতবছর আলুর বাম্পার ফলন হওয়ায় অধিকাংশ কৃষক আলু রেখেছিল বিভিন্ন হিমাগারে। কৃষক ছাড়াও আলু ব্যবসায়ীরা মৌসুমে তাদের মুলধন বিনিয়োগ করেছিল আলু ব্যবসায়। আলু ব্যবসায়ী ডুবাইল ইউপি সাবেক সদস্য মতিয়ার রহমান জানান, প্রতি বস্তায় আলু ধরে প্রায় ৮০ কেজি। যার ক্রয়মূল্য ৮শ' টাকা। পরিবহন খরচ বস্তা প্রতি ২শ' টাকা। কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার ভাড়া ৩শ' টাকা। এতে একজন ব্যবসায়ীর প্রতি বস্তা আলুর উপর খরচ পড়ে ১৩শ' থেকে ১৪শ' টাকা। কিন্তু আলুর অধিক ফলন হওয়াতে প্রতি বস্তা খাবার আলু বিক্রি করতে হচ্ছে ৩শ' থেকে ৪শ' টাকায় এবং বীজ আলু বিক্রি করতে হচ্ছে ১শ' থেকে দেড়শ' টাকায়। অধিকাংশ কৃষক হিমাগারে রাখা আলু নিয়ে পড়েছে বিপাকে। হিমাগার থেকে আলু বের করলে পাচ্ছে না ক্রেতা। এমনকি বের করার দু-চার দিনের মধ্যে আলুতে ধরছে পচন। অন্য দিকে হিমাগারের নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ায় কর্তৃপক্ষ জোড়াল চাপ দিচ্ছে আলু বের করে নেয়ার জন্য। কিন্তু পরিবহন খরচও না উঠার কারণে অনেক কৃষক ও আলু ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বের করার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে দেখাও করছে না। উপজেলার বাথুলী কাজী কোল্ড স্টোরেজের স্বত্যাধিকারী রাসেল জানান, তার স্টোরেজে ৬০ হাজার বস্তা আলু রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। আলুর ফলন ভাল হওয়ায় মৌসুমেই ৬০ হাজার বস্তা পূরণ হয়েছিল। অনেকে হিমাগারে আলু রাখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী মৌসুমে কোল্ড স্টোরেজে প্রতি বস্তা আলুর ভাড়া ৩শ' টাকা রাখলেও খরচ উঠবে না। অন্যদিকে আলু চাষীরা জানান, সারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াসহ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা ছিল হতাশায়। তারপর আবার আলুর মূল্য পড়ে যাওয়ায় স্থানীয় কৃষকরা আলু চাষের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ্ আলম জানান, গত মৌসুমে উপজেলার ১ হাজার হেক্টর জমিতে ডাইমন্ড, কাটলাসহ দেশীয় লালচে আলুর চাষ করা হয়েছিল। আবহাওয়া অনুকুল, পরিবেশ ও মাটির উর্বরতাসহ উপজেলা কৃষি বিভাগের তদারকিতে উপজেলা আলুর ফলন হয়েছিল চোখে পড়ার মতো। এখানকার আলু দেশের অন্যত্র রফতানী করার সুযোগ না পাওয়ার জের ধরে আলু ব্যবসায়ী ও আলু চাষীদের এ দুরাবস্থা। তবে এমন কিছু দেশ, যেখানে আলু প্রথম বা দ্বিতীয় খাবার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এ সকল দেশে দেশীয় আলু রফতানী করতে পারলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না এবং আলু চাষের প্রতি আবার ঝুঁকে পড়বে।

ডাকাত সন্দেহে গণধোলাই ৪ যুবককে পুলিশে সোপর্দ

কালকিনি (মাদারীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

স্ত্রী দাবি করে তানিয়া (২২) নামের এক যুবতীকে অপহরণ করার সময় ডাকাত সন্দেহে ৪ যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে জনতা। গত শনিবার রাতে উপজেলার বালিগ্রাম এলাকার কর্নপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে এবং এসময় উত্তেজিত এলাকাবাসী তাদের ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটি পুড়িয়ে দেয়। জানা যায়, কর্নপাড়া গ্রামের করিম হাওলাদারের মেয়ে তানিয়ার সাথে মাদারীপুর সদর উপজেলার দানেশ হাওলাদারের ছেলে বেল্লাল হোসেনের দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু তানিয়ার বিয়ে হয় অন্য যুবক আকতারুজ্জামানের সাথে। কিছুদিন তার সাথে সংসার করার পরে সেখান থেকে তানিয়া চলে আসে এবং প্রেমিক বেল্লালের সাথে বিয়ে হয়। ২য় বিয়ের পরে ৩ বছর সংসার করার পর তানিয়া আবার পূর্বের স্বামীর কাছে চলে যায়। এতে প্রেমিক স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে বন্ধুদের নিয়ে তানিয়াকে অপহরণ করতে যায়। কিন্তু তানিয়ার পরিবারের লোকজন ডাকাত বলে ডাকচিৎকার দিলে গ্রামবাসী ছুটে আসে এবং ৪ যুবক বেল্লাল হোসেন, জাকির মাতুব্বর, মুরাদ হোসেন ও দিদার বেপারীকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

হাতেনাতে চাঁদাবাজ আটক

যশোর ব্যুরো

র‍্যাব মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার থেকে চাঁদার টাকা নেয়ার সময় হাতেনাতে আটক করেছে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য চাঁদাবাজ মিজানুর রহমানকে। আমাদের মেহেরপুর সংবাদদাতা জানান, গত শনিবার র‍্যাব-৬ মেহেরপুর গাংনী ক্যাম্প সদস্যরা তাকে আটক করে। জানা যায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের নাজিম উদ্দীনের কাছে মোবাইলে নিজেকে পার্টির নেতা পরিচয় দিয়ে মিজানুর রহমান ৬০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কথামতো কেদারগঞ্জ বাজারে মিজানুর রহমানকে টাকা দিতে যান নাজিম উদ্দীন। সেখানে আগে থেকেই ওৎ পেতে থাকা র‍্যাব সদস্যরা তাকে হাতেনাতে আটক করে।

মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে সমাবেশ-মানববন্ধন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে ইউনিপেটুইউ'র বিনিয়োগকারীরা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে। গত শনিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত ও অর্থ আত্মসাতে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবিতে বিভাগীয় বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদ মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধন পূর্বক সমাবেশে বক্তারা ইউনিপেটুইউ'র ৭ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীর পরিবারের ৫০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচানোর দাবি জানান। এ সময় ইউনিপেটুইউ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের গ্রেফতার এবং বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবিতে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে ইউনিপেটুইউ'র ক্ষতিগ্রস্তরা অংশ নেন।

জেঁকে বসছে শীত দেখা মেলে না সূর্যের

বোদা (পঞ্চগড়) উপজেলা সংবাদদাতা

অগ্রহায়ণের শুরুতেই বোদায় শীত জেঁকে বসেছে। গত দুইদিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়ার কারণে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারিভাবে এখনো কোন শীতবস্ত্র বিতরণের খবর পাওয়া যায়নি। শহর ও গ্রামের হাটবাজারগুলোতে মানুষের সমাগম কমে গেছে। বৃষ্টির কারণে অনেকেই বাসা থেকে বের হতে পারেনি। ফলে খেটে খাওয়া লোকজনও কাজে যেতে পারেনি। সাধারণ মানুষ শীত নিবারণে গরম কাপড় সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অনেককেই গরম কাপড় পরতে দেখা গেছে। নভেম্বর মাসের শুরু থেকে এ এলাকায় শীত পড়তে শুরু করে। শীতপ্রবণ বোদা জেলায় এবার আগেই শীত নেমেছে। বোদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ জানান, বোদা উপজেলা এমনিতেই শীতপ্রবণ এলাকা। এবার আগাম শীতের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন থেকে হঠাৎ করেই শীতের তীব্রতা বেড়ে গেছে। এখন পর্যন্ত উপজেলার কোথাও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়নি। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণের প্রস্তুতি রয়েছে। তিনি উপজেলার অসহায় ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। বোদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহুরুল ইসলাম জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও দরিদ্র শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের প্রস্তুতি রয়েছে।

গৃহবধূ হত্যায় স্বামী গ্রেফতার

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

শাহজাদপুর উপজেলার গালা গ্রামে গত শনিবার রাতে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে তিন সন্তানের জননী তারা বানু (৩০) নামের এক গৃহবধূকে পাষণ্ডরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই শামছুল হক বাদী হয়ে ৪৩ জনকে আসামি করে শাহজাদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের স্বামী ছোমের আলী ওরফে ইয়াছিনকে আটক করেছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ

মোতায়েন করা হয়েছে। জানা যায়, হত্যা মামলার বাদী শামছুল গ্রুপের সাথে পার্শ্ববর্তী ফকিরপাড়া গ্রামের তোতা গ্রুপের একটি হত্যা মামলা নিয়ে পূর্বের বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে এ হত্যা কাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অধ্যক্ষ লাঞ্ছিতের ঘটনায় উত্তেজনা

গাইবান্ধা জেলা সংবাদদাতা

জেলার সুন্দরগঞ্জ ডি ডব্লিউ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষকে মারপিট, কক্ষ ভাংচুর ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমণ্ডলী ও কমকর্তা-কর্মচারীদের ৮ দিন ধরে জিম্মি করে রেখেছে। কাউকে কলেজে ঢুকতে দেখলেই তার ওপর চড়াও হচ্ছে। গত শনিবার এ ঘটনায় কলেজে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়। পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। জানা যায়, জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রছায়ায়, গত ১২ নভেম্বর ডি ডব্লিউ ডিগ্রী কলেজের গভর্নিংবডিতে আব্দুল মজিদের সদস্য নিয়োগ নিয়ে সন্ত্রাসীরা ওই কলেজের অধ্যক্ষ মো. বজলুল হুদার সাথে বসচায় লিপ্ত হয়। অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে স্থানীয় এমপি ডা. মো. আব্দুলকাদের খানের লিখিত মতামতেই সদস্য করা হয়েছে জানালে সন্ত্রাসী মঞ্জুরুল হক বকুল, মারুফ হোসেন বাদল, হজরত আলীসহ ২-৩ জন ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষকে কিলঘুসি মারা শুরু করে ও তার কক্ষ ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে হত্যার চেষ্টা চালালে কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজন সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসায় তারা হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরদিন মামলা হলেও গ্রেফতারে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় আসামীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিদিনই দল বেধে কলেজ ক্যাম্পাসে সশস্ত্র অবস্থায় হুমকি দিচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দুখী মানুষের কথা

রঞ্জুর চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন

বালাগঞ্জ (সিলেট) উপজেলা সংবাদদাতা

সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের লামা গাভুরটিকি গ্রামের দু'বার নির্বাচিত হওয়া সাবেক মেম্বার রঞ্জু কুমার ধর। তিনি সমাজের দুখী মানুষের দুঃখে কাঁদতেন, সুখে হাসতেন। গ্রামের মানুষের যার যা সমস্যা তিনি নিজের সাধ্যমত সমাধানের সবরকম চেষ্টা করতেন। সেই দরদী সমাজ সেবক আজ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন। রঞ্জু ১৯৮৫ সালে মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়েছিলেন। তখন সাধারণভাবে চিকিৎসা করিয়েছিলেন এবং সাময়িকভাবে ভালোও হয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন পর সেই ক্ষতস্থানে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন, রঞ্জুর উন্নত চিকিৎসার জন্য অতিদ্রুত তাকে সিঙ্গাপুর অথবা ভারতে নিতে হবে। প্রয়োজন ১৫ লাখ টাকা। এতদিন তিনি তার চিকিৎসার জন্য সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে আজ নিঃস্ব। এতটাকা যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশের হৃদয়বান ও বিত্তবান ব্যক্তিদের কাছে তার সুচিকিৎসার জন্য সাহায্যের আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা–

একাউন্ট নং- ৩৭০৬

উত্তরা ব্যাংক,

গোয়ালাবাজার শাখা,

ওসমানী নগর, সিলেট।

ফোন-০১৮১৯৬৫৩৩১৩

পাকুন্দিয়ার তৃণমূলের চিকিৎসা সেবা

সহজ সরল মানুষ নিত্য প্রতারণার শিকার

অনুমোদিত সার্টিফিকেট নেই তাদের কোয়াক বা হাতুড়ে চিকিৎসক বলে

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) থেকে খন্দকার আছাদুজ্জামান

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার তৃণমূলের মানুষ এখনো চিকিৎসার জন্য গ্রাম্য চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসকের কাছে সহজগম্যতা, স্বল্প খরচ, ভিজিট ফি দিতে হয় না বিধায় তৃণমূলের মানুষের হাতুরে ডাক্তারের চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীলতা থেকেই যাচ্ছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মাতৃস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক সংকট, ডাক্তারদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উচ্চহারে ভিজিট ফি গ্রহণ এই নির্ভরশীলতাকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ, বিনা ভিজিটে চিকিৎসা প্রদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে গতিময়তা আনতে পারে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও চিকিৎসকের সাথে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের মানুষ তাবিজ, ঝাড়-ফুক, গাছ-গাছালি প্রভৃতি ব্যবহার করে রোগ মুক্তির চেষ্টা করে আসছে। শহুরে জীবনে আধুনিক চিকিৎসার প্রসার ঘটলেও লোকজ, আধ্যাত্মিক ও হাতুরে চিকিৎসার গ্রহণ যোগ্যতা গ্রামাঞ্চলে এখনো ব্যাপক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ তাদের চিকিৎসা চাহিদা মেটানোর জন্য এ চিকিৎসা নিচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হওয়ায় গ্রামের মানুষ তাদের যে কোন অসুখ হলেই হাতুরে ডাক্তার, কবিরাজ ও হুজুরের কাছে ছুটে যায়। কখনো কখনো এ রকম চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসায় মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়।

পাকুন্দিয়ায় এরকম কয়েকজন চিকিৎসকের সাথে আলাপ করে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। হোসেন্দী চরপাড়া গ্রামের মানসুরুল হক মাস্টার জানান, তিনি জন্ডিস, পাইলস ও একজিমা রোগের ওষুধ দেন।

হোসেন্দী মুচি বাড়ির মানিক হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তিনি জানান, প্রতিদিন তার বাড়িতে কমপক্ষে ১০-১২ জন রোগী উপস্থিত থাকে। ঢাকার পঙ্গু হাসপাতাল থেকে ব্যর্থ হয়ে আসা অনেক রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে ভাল করেছেন। তিনি মালিশের জন্য তেল ও লতা-পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন বলে তিনি জানান। জামাই নামে পরিচিত চরফরাদী গ্রামের পাইলস রোগের চিকিৎসক জানান, তার ওষুধ পাইলসে ব্যবহার করলে পাইলস গলে চামড়ার সাথে মিশে যায়। ৮-১০ দিন এভাবে ব্যবহার করলে রোগী ভাল হয়ে যায়। এ পর্যন্ত প্রচুর রোগী ভাল করেছেন বলে তিনি জানান।

হাতুড়ে চিকিৎসকদের দ্বারা গ্রামের মানুষ কেন চিকিৎসা করাচ্ছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ারখালী গ্রামের জালাল উদ্দিন ও পাকুন্দিয়া বাজারে ওষুধ ব্যবসায়ী মো. নজরুল ইসলাম জানান, হাতুড়ে চিকিৎসকদের সবসময়ই হাতের কাছে এবং অতি সহজে পাওয়া যায়। টাকা কম লাগে এবং অপর দিকে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের সময়মতো পাওয়া যায় না। ডাক্তারের সংখ্যা কম। তাদের কাছে রোগীরা খোলামেলা আলাপ করতে পারে না। টাকা বেশি লাগে। এই সকল কারণে গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো হাতুড়ে চিকিৎসক নির্ভর হয়ে পড়ছে।

বরাটিয়া দাখিল মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক ও পাকুন্দিয়া বাজারের আয়ুর্বেদি চিকিৎসক নারায়ন দেবনাথ জানান, সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, অসচেতনতা ও দরিদ্রতার কারণেই সাধারণত গ্রামের মানুষ হাতুড়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। তাদের বৈজ্ঞানিক কোন ধ্যান-ধারণা না থাকার কারণে বেশিরভাগ রোগীই সু-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনভিজ্ঞ ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রসবের কারণে অনেক সময় প্রসুতি ও নবজাতকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। কিছু হাতুড়ে বৈদ্য আছে যারা অশ্ব রোগের চিকিৎসায় অস্ত্রপচার না করেই

চুন ও সোডা মিশ্রণ করে অশ্বে লাগিয়ে চিকিৎসা করে থাকে। এতে অনেক রোগীর সমস্যা জটিলতার দিকে যাচ্ছে।

পাকুন্দিয়া বাজারের ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট মো. ফরিদ উদ্দিন জানান, পাকুন্দিয়া হাসপাতালে ডাক্তারদের সময়মতো কর্মস্থলে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে রোগীরা হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে চলে যায়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. একেএম শহীদুল্লাহ'র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যাদের সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট নেই তাদের কোয়াক বা হাতুড়ে চিকিৎসক বলে। একমাত্র ইনজেকশন ও স্যালাইন পুশ করা ছাড়া তাদের রোগীদের কোন চিকিৎসা দেয়ার বৈধতা নেই।

বিপজ্জনক সেতু সম্ভাবনার দ্বার অবরুদ্ধ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) থেকে এসএম সুলতান খান

চুনারুঘাটের রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য পর্যটন কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারের প্রধান সড়ক চুনারুঘাট-কালেঙ্গা সড়কের উপর দুইটি সেতু ও সড়ক সমস্যার কারণে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পর্যটকসহ জনসাধারণকে পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে। চুনারুঘাট-কালেঙ্গা সড়ক দিয়ে ওই সীমান্ত এলাকা রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য পর্যটন কেন্দ্রে ওই দুটি সেতু সমস্যার কারণে দুর্ভোগ পুহাচ্ছেন তারা। সেখানে রয়েছে রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বিশাল বড় সৌন্দর্য এলাকা, ৪টি বনবিট, বডার গার্ড ক্যাম্প, উপজাতি, আদিবাসীসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও পাহাড়ী জনসাধারণ।

কিন্তু চুনারুঘাট-কালেঙ্গা সড়কটির উপর করাঙ্গী নদী ও কুলিয়ারছড়ার সেতু দুটি নির্মাণ না হওয়ায় ওই এলাকার দুই ইউনিয়নের একাংশের প্রায় ৫/৭ হাজার জনসাধারণসহ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা যাতায়াত করতে চরম ভোগান্তি পুহাতে হচ্ছে। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই দুটি কাঠের তৈরি সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বর্তমানে কালেঙ্গা পর্যটন অভয়ারণ্য এলাকায় চলচিত্র পরিচালক হাবিবুর রহমান প্রযোজনায় চিত্র নায়িকা চম্পা, শিমলাসহ চলচিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রীরা রূপগাওয়াল ছবি শুটিং করছে। চলচিত্র অভিনেতা, নেত্রীসহ ওই পর্যটন কেন্দ্রে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা জনসাধারণ সড়ক যোগাযোগের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জড়িত হচ্ছেন। প্রায় সময় ঘটে দুর্ঘটনা। এ কারণ অনেকে এ এলাকায় আসতে চাননা।

এলাকার সচেতন মহলের অভিমত চুনারুঘাট-কালেঙ্গা সড়কের উপর ওই দুটি সেতু নির্মাণ কাজসহ সড়ক পাকাকরণ সম্পন্ন হলে ওই পর্যটন কেন্দ্রসহ সীমান্ত এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান হবে। তবে করে সাধারণ মানুষের এ দাবি পূরণ হবে তা কেউ বলতে পারছে না।

কেবলি মধুর স্মৃতি...

রাউজান (চট্টগ্রাম) থেকে এম বেলাল উদ্দিন

এক সময় বর-কনের একমাত্র বাহন পালকি-সদুলের প্রচলন এখন আর নেই। পালকি-সদুল কিংবা তাঞ্জান নিয়ে বিয়ে করার সে শখ এখন নেই। নবাবের আমল থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পালকি-সদুলের প্রচলন থাকলেও '৮০/৮৫ ইং পরবর্তী থেকে এর আর প্রচলন নেই বললেই চলে। পালকি-সদুল করে শুধু বিয়ের দুলহান-দুলহানী আনা নেয়া সীমাবদ্ধ ছিল না। এক সময় পালকি করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতেন। এমনকি অনেক চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে পালকি করে নেয়া আনার প্রচলন ছিল। পালকি-সদুল করে আসা-যাওয়া সে সময়কার এক বিশাল ব্যাপার ছিল। যে কেউ চাইলে পালকি-সদুল করে যাতায়াত করা সম্ভব হতো না। পাকিস্তান আমলে কিংবা ব্রিটিশ নতুবা স্বাধীন বাংলাদেশে অনেকে হেঁটে, রিক্সা করে বিয়ে করেছে। কিংবা করতে হয়েছে। কারণ একটি, পালিক সদুল সে সময় পয়সা ওয়ালা লোকের বাহন ছিল। ৯০ দশকের পর একেবারে পালকি-সদুলের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা পালকি-সদুলের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত তারা যখন

পালকি-সদুল বাহনে অমনোযাগী হয়ে পড়ে তখন থেকে পালকি-সদুলের প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে পড়ে। পালকি-সদুল করে কেউ বিয়ে করতে ইচ্ছা করলেও এখন সেটি আর কখনো হবে না। যার কারণ হিসাবে দেখা যায় দেশে এখন সে পালকি-সদুলের বহনকারীরাও নেই। বেশির ভাগ পালকি বহনকারীরা মারা গেছেন। এদের পরবর্তী প্রজন্মরা এই কাজে আগ্রহী না। আবার সে রেডিমিট পালকি-সদুল তৈরি করে ভাড়াও দেয়া হয় না। বর্তমান হাজারো প্রজন্ম পালকি-সদুল তাদের জন্য একটি অদেখা ইতিহাস মনে হবে। কারণ অনেক প্রজন্মের বাপ-দাদারা পালকি-সদুল করে বিয়ে করেছেন। সেক্ষেত্রে পালকি-সদুলের ব্যবহার সম্পর্কে জানাতে এ প্রতিনিধি সরেজমিন চিকদাইর ইউনিয়নের পালকি বহনকারীদের বাড়ী ও যারা পালকি-সদুল করে বিয়ে করেছেন তাদের সাথে কথা বলে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন।

জানা যাক সে পালকি-সদুলের কথা। মো. বখতিয়ার, বাড়ী রাউজান পৌর এলাকার সাপলঙ্গায়, বর্তমানে হিংগলা নতুন পাড়া, বয়স (৭৩), বিবাহ করেছেন ১৯৫৯ সালে। তাঞ্জান করে তার বিয়ে হয়। তখন পাকিস্তান আমল। চিকদাইর পাঠানপাড়া থেকে ১৫ টাকা ধরে ভাড়া করে আনা হয় পালকি-আর তাঞ্জান। তাঞ্জান সাজানোর কাজ করেন (বিনা পয়সায়) মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুবুল আলম শরিফসহ তার বন্ধুরা (তখন তিনি ছিলেন প্রাইমারি ছাত্র)। হলদিয়া ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামের জহুর মেম্বার ’৮৩ সালে তাঞ্জান করে বিয়ে করেন। ৪ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে কনে আনতে যান ফটিকছড়ির ধর্মপুর এলাকায়। সাবেক রেলওয়ে কর্মকর্তা আমির হাটবাজারের সাবেক ব্যবসায়ী আহাম্মদ হোসেন ৭০ ইংরেজিতে রাউজান হাজিপাড়াতে যান সদুল নিয়ে নিজ আপনজন (বৌ) আনতে। আহাম্মদ হোসেন জানান, তাকে বাহনকারীরা বারবার বিশ্রাম নিয়ে ১৪ কি. মি. দূরবর্তী গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। ডাক্তার সূলাল রাঙ্গুনীয়া থেকে বিয়ে করলেও সর্ত্তা খালে উপর ব্রিজ না থাকায় আমির হাট বাজার থেকে বউ নিতে পালকি বাহনদের নগদ দিতে হয় ২২৫ টাকা।

মাহমদ মিঞা সদুল পালকি দিয়ে বিয়ে করেন ’৬৫ সালে। এমন মানুষগুলো এখন পালকি-সদুলের কথা বলতে গিয়ে শুধু হাসছে আর হাসছে। পালকি-সদুল করে বিয়ে করা অনেকে জানালেন যারা পালকি-সদুল বহন করতেন তারা বেশি খানা খেতেন। রিক্স থাকতো, কাতচিৎ হওয়ার ভয়ে ইত্যাদি। আর যারা পালকি-সদুল বহন করতেন তাদের সাক্ষাতে এলাকায় গেলে দেখা যায় গরীব অসহায় এ মানুষগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ইন্তেকাল করেছেন। তাদের রেখে যাওয়া সন্তানরা বেশির ভাগই গরীব।

প্রতারক প্রেমিক আটক

বালাগঞ্জ (সিলেট) উপজেলা সংবাদদাতা

বালাগঞ্জ উপজেলার ওসমানীনগর থানায় বিয়ের প্রলোভন দিয়ে ধর্ষণ করেছে এক লম্পট। ধর্ষিতা শিপন বেগম (২২) উপজেলার গলমুকাপন গ্রামের মৃত আব্দুল হাদির মেয়ে। ধর্ষণের পর মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে ওসমানীনগর থানায় ধর্ষিতা বাদী হয়ে ধর্ষক শিপু মিয়াকে (২৮) আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করে। পুলিশ শিপুকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করেছে। জানা যায়, শিপু মিয়া শিপন বেগমের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। লম্পট প্রেমিক বিয়ের প্রলোভন দিয়ে তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। প্রেমিকা শিপন বেগম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং গর্ভপাত করে।

ধান কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) উপজেলা সংবাদদাতা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে জমির পাকা ধান কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। গত শনিবার ঘাটাইল উপজেলার ভরকরাকৈর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায় মোঃ আঃ আলীম ও আয়নাল হকের সাথে প্রতিবেশী আঃ কাদেরের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। আঃ কাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। আঃ আলীম ও আয়নাল তাদের মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ করে। বর্তমানে জমির ধান কাটার উপযোগী হয়। এমতাবস্থায় গত শনিবার আঃ কাদেরের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে জমিতে গিয়ে জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়। এ সময় তারা বাড়িতে হামলা করে একটি ঘর ভাংচুর করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সিংগাইরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

উপজেলার জয়মন্টপ ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামে পাটের পালায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সম্প্রতি ধনঞ্জয় ঘোষের পাটের পালায় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০ লাখ টাকার পাট ভস্মীভূত হয়েছে। এলাকাবাসী ও সাভার ফায়ার সার্ভিসের যৌথ প্রচেষ্টায় রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পাটের মালিক রতন ঘোষ (৪২) জানান, জয়মন্টপের আখড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন আগুন দিয়েছে। এতে আমার ৬শ' মণ পাট আগুনে পুড়ে গেছে।

নিমগাছী সড়কে গণডাকাতি

সিরাজগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

সিরাগঞ্জের তাড়াশ-নিমগাছী সড়কে গত শনিবার রাতে গাছ কেটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একদল ডাকাত দুর্ধর্ষ ডাকাতি করেছে। এ সময় ডাকাত দলের হামলায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। ডাকাত দল ৬টি ট্রাক ও পথচারীদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ১০ লাখ টাকা, মোবাইল ফোন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ সময় অস্ত্রের মুখে তাদের কাছ থেকে প্রায় নগদ ১০ লাখ টাকা, ২০টি মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে পালিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে শামসুল মির্জাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং সাইদুর রহমানসহ অন্যদের তাড়াশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিরাগঞ্জের পুলিশ সুপার মোশারফ হোসেন, সার্কেল রায়গঞ্জ মাহফুজজ্জামান আশরাফি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ সুপার মোশারফ হোসেন বলেন, মামলার প্রস্তুতি চলছে। ডাকাতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাঙ্গডডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বি-তল ভবন ঝুঁকিতে

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) থেকে সায়েম মাহবুব

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের বাঙ্গডডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বি-তল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ, ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষ সংকট, বাথরুমের সমস্যায় ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার তীব্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দ্বি-তল ভবনের পিছনের অংশে মাটি না থাকায় ভবনটি পার্শ্ববর্তী পুকুরে যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। ভবনের পিছনের অংশের মাটি দিন-দিন পুকুরে বিলীন হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ভবনটি রক্ষায় একটি প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যথায় ভবনটি যে কোন মুহূর্তে পুকুরে ধসে পড়ে ছাত্র/ছাত্রীদের জীবনহানির আশংকা রয়েছে। এছাড়া ভবনের বাথরুমে ট্যাংকিটিও পুকুরের পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে। জানা যায়, উপজেলার বাঙ্গডডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রাক প্রাথমিকসহ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৪টি শাখায় মোট ৯৪৪ জন ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রতি বছর বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী পাসসহ ৭/৮ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করছেন। বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবন ছাড়া অন্য একটি ভবন থাকলেও ছাত্র/ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের সাথে বাদশা মিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ রয়েছে। স্কুল এন্ড কলেজের একটি ভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দেয়া হয়। অন্যদিকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্য একটি ভবন স্কুল এন্ড কলেজকে দেয়া হয়। কিন্তু কলেজের ভবনের একটি অংশের ২টি রুমের ছাদ এবং ভবনের চর্তুদিকে ওয়াল নির্মাণ না করায় ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই ২টি রুমের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণী কক্ষের স্থান সংকুলান কিছুটা হলেও লাঘব হতো বলে প্রধান শিক্ষক জানান। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি বাথরুম থাকলেও বাথরুমটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। যার ফলে ছাত্র/ছাত্রীদের বাথরুমের সমস্যায় পড়তে হয়।

জানা যায়, বর্তমানে এলজিইডির অধীনে নাঙ্গলকোটের মোট ৩টি বিদ্যালয়ে ৪র্থ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী কম ওই সব প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের তালিকাভুক্ত হলেও যেসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী বেশি ওইসব প্রতিষ্ঠাগুলো তালিকাভুক্ত হয় নাই ।

আখে আগ্রহ নেই সবজি চাষে দ্বিগুণ

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) থেকে রেজাউল করিম

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে আশঙ্কাজনক হারে আখ চাষ কমে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও উপজেলায় আখ চাষ ছিল চোখে পড়ার মত। নাল্লাপাড়া, পুটিয়াজানী, বাথুলী, নলশোঁধা, এলাসীনসহ উপজেলার বেশ কিছু অঞ্চলে আখ চাষ হতো ব্যাপকভাবে। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরে দেলদুয়ারে প্রায় ২ হাজার ২শ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হতো। চলতি বছর মাত্র ৭০ হেক্টর জমিতে আখ হয়েছে।

এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে আখ চাষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে কৃষি বিভাগ ও কৃষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উপজেলা কৃষি বিভাগ ও এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি কেজি আখের গুড় ৭০/৭৫ টাকায় এবং প্রতিটি আখ প্রকারভেদে ৫ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ বিগত বছরগুলোতে আখ ও আখের গুড়ের দাম নিম্ন পর্যায়ে ছিল। ফলে আখ চাষ করে কৃষকদের খরচের টাকাও উঠত না। বাধ্য হয়ে কৃষকরা আখ চাষ বাদ দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে একই জমিতে আখ চাষ করার কারণে আখের ফলনও ভাল হচ্ছে না। বর্তমানে শ্রমিক সংকট, শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি, ভাল চারার অভাব এবং ধান ও অন্যান্য সবজি চাষের দিকে কৃষকরা ঝুঁকে পড়ায় আখ চাষ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মৌশাকাঠালিয়া গ্রামের কৃষক আন্তাব আলী জানান, তিনি এ বছর ৪০ শতাংশ জমিতে আখ চাষ করেছেন। আখ তেমন ভাল হয়নি। সর্বমোট খরচ হয়েছে ২২ হাজার টাকা। তার উৎপাদিত আখ ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা যাবে বলে তিনি জানান। নলশোঁধা গ্রামের বিল্লাল মিয়া জানান, আখ চাষ করে আগের মতো লাভ হয় না। মহাজনরা তাদের কাছ থেকে কম দাম দিয়ে আখ ক্রয় করে নিয়ে যায়। আবার টাকা প্রদানের সময় নানান তালবাহানা করেন। মূলধন বা ব্যাংক ঋণ না পাওয়ায় তিনি আখ চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলেও জানান। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা গোলাম রসুল বলেন, আখের জমিগুলো সারা বছরই ব্যবহৃত হওয়ায় ও শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষকরা আখ চাষ কমিয়ে দিয়েছে।

জাবি'র বাস ভাড়া অনিয়মের তদন্ত শেষ হয়নি ১৭ মাসেও

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক হলে ছিট বরাদ্দও রয়েছে। শুধু ঢাকায় বাসা এমন কিছু শিক্ষার্থী বাসা থেকে ক্লাস করে। তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা থাকার কারণে পরিবহন ব্যয় কম। এজন্য ঢাকায় ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় যাওয়া বা আসার জন্য টোকেন ভাড়া হিসাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১ টাকা করে আদায় করা হয়। কিন্তু এবার প্রথমবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের থেকে অগ্রীম ২ হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে হঠাৎ করেই এখাতে ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

প্রতি বছর এ খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি প্রায় ৪ কোটি টাকা। পরিবহন অফিসের যাত্রী ভাড়া, গাড়ি ইস্যু, গাড়ির পুরাতন যন্ত্রাংশ ও মালামাল বিক্রির টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভাড়া, জ্বালানি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় ব্যাপারে অস্বচ্ছতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে টাকা জমা না হওয়ায় এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ১৭ মাসের এ কমিটি রিপোর্ট দিকে পারেনি।

এছাড়া স্টকবুক, পরিবহন সংক্রান্ত রেকর্ডবুক, ক্যাশবুক বিষয়েও ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। ২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৯ বছরের হিসাব নিরীক্ষা-কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে ৪৬

লাখ ৪৫ হাজার টাকার অনিয়ম পাওয়া যায়। এসময়ে বাসের যাত্রী টিকেট বিক্রি বাবদ আয় দেখানো হয়েছে প্রায় ৫৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। নিয়মানুযায়ী এ টাকা অগ্রণী ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা হওয়ার কথা। প্রাপ্ত মাত্র ১০৪টি রশিদ থেকে ব্যাংকে জমা হয়েছে মাত্র ৭ লাখ ১২ হাজার টাকা। অবশিষ্ট টাকা ফান্ডে জমা করা হয়নি। উধাও হয়ে গেছে মোট আয়ের সবগুলো রশিদও। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিক ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে বলেন, হিসাবের স্বচ্ছতার জন্যই এ নিয়ম করা হয়েছে। পরিবহন খাতের দুর্নীতির তদন্ত ব্যাপারে মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকার করেন।

চবি ছাত্রলীগের মানববন্ধন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে চবি ছাত্রলীগের যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের অবমূল্যায়ন করার প্রতিবাদে গত শনিবার চবি রেলস্টেশন চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে চবি ছাত্রলীগ। মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে চবির অবহেলিত নেতাদের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন চবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ও চবি ছাত্রলীগ নেতা মাহফুজ আহমেদ, ইফতেখার হোসেন জেসি, অনিন্দ নন্দী, সঞ্জয় ধর, মেহেদী হাসান, রাজীব, পুলক প্রমুখ।

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় নতুনের ছোঁয়া

২২ শপের অবকাঠামো সংস্কার ও মেশিন ক্রয়ে বরাদ্দ ১২২ কোটি টাকা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) উপজেলা সংবাদদাতা

দেশের বৃহত্তম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ২২টি শপের অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন মেশিনপত্র স্থাপনের জন্য ১শ’ ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এজন্য কারখানার অভ্যন্তরে পুরোদমে কাজ চলছে। এছাড়া এই প্রথমবারের মতো তৈরি পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শুরুতে ৩০টি কোচ তৈরি করার কথা চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় এ ৩০টি কোচ নির্মাণে ব্যয় হবে ১৫ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ফলে সাশ্রয় হবে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা। এ সংখ্যক কোচ বিদেশ থেকে আমদানি করতে ব্যয় হতো কমপক্ষে ১শ’ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রেলওয়ে খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও যাত্রীবাহী কোচ সংকট কাটাতে প্রকল্পভিত্তিক রেল কোচ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এর আওতায় পরিত্যক্ত রেল কোচ পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু হয়। যাত্রীবাহী কোচ সংকট দূর করতে এবং আগামী বছর কয়েক জোড়া নতুন ট্রেন চালু করার লক্ষ্যে ৩০টি যাত্রীবাহী কোচ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে। তিন বছর মেয়াদী ক্যারেজ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ওইসব কোচ নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। শ্রেণীভেদে গড়ে প্রতিটি কোচ নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বর্তমানে রেলওয়েতে ২৭৫টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ি রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল অনুযায়ী আন্ত:নগর ট্রেনের গাড়ি প্রতি চার বছর পর পর পিওএইচ (পিরিয়ডিক্যাল ওভার হোলিং) এবং মেইল অ্যান্ড এক্সপ্রেস ট্রেনসহ লোকাল ট্রেনের যাত্রীবাহী গাড়ি প্রতি ছয় বছর পর পর পিওএইচ ও প্রতি ১২ বছর পর পর জিওএইচ (জেনারেল ওভার হোলিং) করার কথা। কিন্তু রাজস্ব বাজেটে মেরামত খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কোনো বছরই গাড়ির সিডিউল মোতাবেক মেরামত কাজগুলো সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে ওভার হোলিং না করার কারণে অধিকাংশ গাড়ির গুণগত মান হ্রাস পায়। এতে করে রেলের পক্ষে যথাযথভাবে যাত্রীসেবা দেয়া সম্ভব হয় না। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় প্রথমে ৩০টি কোচ তৈরি করার চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় যেসব গাড়ির বয়স ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ গড় ইকোনমিক লাইফ অতিক্রম করেছে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। কারখানার দক্ষ শ্রমিক ও কারিগরদের ছোঁয়ায় পুনর্নির্মাণ করা কোচগুলো

একেবারে নতুন অবস্থায় ফিরে আসবে। দেশের বৃহত্তম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার আধুনিকায়ন করে জনবল নিয়োগ দিয়ে এ ধারা অব্যাহত রাখলে রেলওয়ের উন্নয়ন ও সেবার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে সচেতনমহল মনে করেন।

বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। বর্তমানে এ কারখানার অভ্যন্তরে বিরাজ করছে পর্বতসম সমস্যা। শত বছর পূর্বের সনাতন পদ্ধতির মেশিনে চলছে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া। এক সময় ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত এ কারখানাটির ২২টি সপ (উপ-কারখানা) বর্তমানে কাঁচামাল, কাজ ও জনবল সংকটে পড়েছে। কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ৯০ শয্যার সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালটি ভুতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বসে বসে মাস শেষে বেতন-ভাতা গুনছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মচারীরা।

জানা যায়, আসাম-বেঙ্গল রেলপথকে ঘিরে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ সালে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে কারখানার বয়স প্রায় ১শ’ ৪০ বছর। ১শ’ ১১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় ছিল ২৭টি সপ (উপ-কারখানা)। এর মধ্যে ৫টি সপ বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। বন্ধ হওয়া সপগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিক সপ, ক্যারেজ কন্সট্রাকশন (সিসি) সপ, টেন্ডার সপ, লোকোমোটিভ সপ ও রেলওয়ে পাওয়ার হাউজ। আর শ্রমিক সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১০ হাজার। বর্তমানে সেখানে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮শ’তে। এ প্রসঙ্গে রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) মহ্জুরুল আলম চৌধুরী জানান, পুরাতন বগি মেরামত ও কোচ নির্মাণের জন্য রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করছেন। যাত্রী সাধারণে কথা বিবেচনা করে ঈদুল ফিতরে ৫৬টি ও ঈদুল আজহার আগে ৬৬টি বগি মেরামত করে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি জনবল সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে কারখানায় লোক সংকটের কারণে ওভারটাইম চালু করা হয়েছে।

নিকলীতে চাঁদাবাজি মামলা

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

টেম্পু স্ট্যান্ড দখলকে কেন্দ্র করে সাতজনকে আসামি করে নিকলী থানায় ১৪৪/৩৮৫/৩২৩/৩২৬/৩০৭ ধারায় মুর্শিদ মিয়া বাদী হয়ে ৫ লাখ টাকার চাঁদাবাজির মামলা করেন। আসামিরা হচ্ছে আবু জামান খোকন, রোকন উদ্দিন, হারিছ মিয়া, মুছলিম প্রধান, আঃ জব্বার, রমজান আলী, মন্নাফসহ আরও ৫-৬ জন। এ ব্যাপারে আবু জামান খোকন গত শনিবার এ প্রতিনিধিকে জানান, আমি কারোও কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করিনি। আমাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপিতে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলা সংবাদদাতা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় পার্টি থেকে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মি বিএনপিতে যোগদান করেছে। গত শনিবার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান সভায় জাতীয় পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন অবঃ আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মি চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের হাতে ফুল তুলে দিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আহসান উল্লাহ বলেন, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় পার্টি মহাজোটে যোগদান করেছিলো, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। চুয়াডাঙ্গাতেও আমরা মহাজোটে থেকে কোন প্রাপ্য সম্মান পায়নি। যোগদান সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জীবননগর পৌর মেয়র নোয়াব আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহিলা দলের সভানেত্রী রউফুন নাহার রিনা, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত প্রমুখ।

অসহায় পঙ্গু মতিউর রহমান

বরগুনা জেলা সংবাদদাতা

নাম মতিউর রহমান। বয়স ৬০ বছর হবে। পিতা মৃত মেহের আলী সাং খাজুরতলা। জেলা বরগুনা। এলাকায় মতি নামেই সবার কাছে পরিচিত। মানুষ কতটা অসহায় হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই পঙ্গু মতি। ২০০৭ সালের সিডরের আত্মরক্ষার জন্য ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে চিকিৎসার অভাবে দুটি পা অবস হয়ে যায়। হুইল চেয়ারে বসে দু'হাত দিয়ে হুইল ঘুরিয়ে শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিদিন দুই কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এসে বসে বরগুনা মাছ বাজার সংলগ্ন খাকদন নদীর সেতুর ওপর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকে মতি। কি এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া ফুটে আছে তার সমস্ত মুখমণ্ডলে। ছলছল নয়নে শুধু তাকিয়ে থাকে যারা হেঁটে যায় তাদের দিকে। কারো কাছে মুখ ফুটে কখনই বলে না ভাই একটি টাকা ভিক্ষা দিন। তারপরেও সদয় কোন পথিক হাত বাড়িয়ে যা দেয় তাতেই তার সংসার চলে। স্ত্রী গত হয়েছে চার বছর আগে। আপনজন বলতে একটি মাত্র ছেলে। তাও সিডরের পরে পঙ্গ পিতাকে ফেলে সেই যে ঢাকা গিয়েছে আর এ ফিরে আসেনি। বেঁচে আছে কিনা তাও মতির জানা নেই। অতএব আপন জন বলতে এই পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। সে আজ একা অসহায়-নিঃস্ব।

বরগুনা গৌরীচন্না ইউনিয়নের খাজুরতলা মহাসড়কের পশ্চিম পাশে বিবেক চত্বর। মহাসড়ক থেকে ২০০ গজের মতো বিবেক চত্বর সড়কের পশ্চিম দিকে আগালেই দেখা যাবে বরগুনা চার্টার একাডেমী। এই চার্টার একাডেমীর উল্টো দক্ষিণ পাশেই উত্তম কুমার নাথের বাড়ির সীমানা প্রাচীরের সাথেই ভাঙাচোরা চার পাশে পলিথিনে আবৃত মতির রাত যাপনের ঘর। ঘর তো নয়, যেন গৃহপালিত কোন জন্তুর থাকার জায়গা। চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না যে কেমন করে দিনের পর দিন এর মধ্যে বেঁচে আছে এই মানুষটি। মতির কাছে তার জীবনের এই করুণ পরিণতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এক সময় ঢাকাতে লেবারের কাজ করতাম। সেখানে তেমন সুবিধা করতে পারিনি বলে পুনরায় বরগুনা চলে আসি। গত সীডরের বন্যার সময় আছাড় খেয়ে আমার দু'পা মারাত্মক জখম হয়। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারিনি বলে আমার দু'পা অবস হয়ে যায়। ভিক্ষা করে অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে এই হুইল চেয়ারটা বানিয়েছি। প্রতিদিন দু'হাতে হুইল ঘুরিয়ে বরগুনা সেতুর ওপর গিয়ে বসি। সারাদিন সেতুর ওপর বসে থেকে মানুষের দয়ায় যে টাকা পাই ফেরার পথে কারো সাহায্যে হোটেল থেকে রাতের জন্য ভাত কিনে তার পর ঘরে ফিরি। যে দিন টাকা পাইনা সে দিন রাতে পানি খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দেই। রাতে ঘুমোনোর মতো কাঁথা কম্বল কিছু নেই।

XXXXXXXXXXXXXX